শামায়েলে তিরমিজি

[নবিজি এমন ছিলেন]

[প্রথম খণ্ড]

মূল

ইমাম তিরমিজি রহ.

অনুবাদ

ইলিয়াস খান

ব্যাখ্যা

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

বানানসংশোধন

মোহাম্মদ আল আমীন

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

সূচিপত্র

ইমাম তিরমিজি রহ.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী.....৫
শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী.....৭
লেখকের ভূমিকা.....৯
অনুবাদক পরিচিতি.....১২
অনুবাদকের কথা.....১৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দৈহিক গঠন সম্পর্কে.....১৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোহরে নবুওয়াত সম্পর্কে.৪০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুলের বর্ণনা.....৬০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কেশ বিন্যাস সম্পর্কে.....৬৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল সাদা হওয়া সম্পর্কে....৭৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খিজাব ব্যবহার সম্পর্কে....৮৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুরমা ব্যবহার সম্পর্কে.....৮৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে.৯৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনযাপন সম্পর্কে.....১১০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মোজা ব্যবহার করা প্রসঙ্গে..১১৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জুতা প্রসঙ্গে.....১১৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আংটি সম্পর্কে.....১৩০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আংটি পরিধান প্রসঙ্গে....১৪২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরবারির বিবরণ.....১৫২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লৌহবর্মের বিবরণ.....১৫৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিরস্ত্রাণের বিবরণ.....১৫৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পাগড়ি সম্পর্কে.....১৬৭
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লুঙ্গির বর্ণনা.....১৭৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চলাফেরার ধরন.....১৮২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বসার ধরন ও অবস্থা.....১৮৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হেলান দেওয়ার বস্তু সম্পর্কে১৯১

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আহার করার বিবরণ.....১৯৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খাবার রুটির বিবরণ.....২০৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর তরকারির বর্ণনা.....২১৩
খাবারের সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অজু.....২৫৪
খাবারের পূর্বে ও পরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুআ..২৫৭
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পানপাত্র.....২৬৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ফলমূলের বর্ণনা.....২৭৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পানীয় জিনিসের বিবরণ..২৮২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পান করার পদ্ধতি সম্পর্কে...২৯১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুগন্ধি ব্যবহার.....৩০৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাবার্তা কেমন ছিল.....৩১৭
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাসি.....৩২১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রসিকতা সম্পর্কে.....৩৩৬

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচিপত্র

কবিতা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা.....৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিদ্রা.....৫৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইবাদত.....৭৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চাশতের সালাত.....১২৭
ঘরে নফল সালাত আদায় করা সম্পর্কে.....১৩৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রোজা.....১৪২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কিরাআত.....১৫৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্রন্দন.....১৭১
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিছানা.....১৮৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিনয় ও নম্রতা.....১৮৬

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উত্তম চরিত্র.....২০৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর লজ্জা.....২২৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শিঙা লাগানো.....২৩০
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাম মুবারক.....২৩৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবিকা.....২৪৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বয়স সম্পর্কে.....২৬৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইনতিকাল.....২৬৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মিরাস সম্পর্কে.....৩০৮
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখা সম্পর্কে.....৩১৮

লেখকের ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ

নবিজির উত্তম চরিত্র, তাঁর বৈশিষ্ট্য ও তাঁর আদর্শ বোঝার জন্য এবং অনুকরণের জন্য তালিবুল ইলমদের 'আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ' অধ্যয়নে মনোযোগ ও গুরুত্ব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ-এর 'আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ' কিতাবটি এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ; পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমগণ এর গুরুত্ব দিয়েছেন।

হাফিজ ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'অতীত ও বর্তমানে শামায়েল সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিতাব লিখেছেন। কেউ পৃথকভাবে আবার কেউ অন্য বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করে। তবে এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বাধিক উপকারী হলো, ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ-এর প্রসিদ্ধ কিতাব *আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ*।'

এই ব্যাখ্যাগ্রন্থটি মূলত ইলমি দরসসমূহ। এর পাঠদান সম্পূর্ণ হয়েছে খুবার শহরে মসজিদে উমার ইবনু আব্দুল আজিজে ১৪২৫ থেকে ১৪২৬ হিজরিতে। তারপর তা একত্র করা হয়, সুবিন্যস্ত করা হয়, পুনরায় লেখা হয় এবং সাজানো হয়।

নিম্নোক্ত মানহাজ অনুকরণে ব্যাখ্যাগ্রন্থটি রচনা করা হয়েছে—

১. 'আশ-শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ'-এর হাদিসসমূহ থেকে শুধু সহিহ হাদিসগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

২. পূর্বে অনুরূপ হাদিস উল্লেখিত হওয়াতে তাকরার থেকে বাঁচার জন্য কিছু সহিহ হাদিসও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে উপকারিতা ও প্রয়োজনবোধে কিছু হাদিস বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. সহিহ হাদিস ছাড়াও কিছু জয়িফ হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে, এর শাওয়াহিদ থাকার কারণে এবং এতে সুস্পষ্ট ফায়দা ও চমৎকার দর্শন থাকার কারণে।

অনুবাদক পরিচিতি

মুফতি ইলিয়াস খান। অত্যন্ত বিনয়ী, অমায়িক ও কোমল হৃদয়ের মানুষ। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন। তিনি ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে পাবনার সাঁথিয়া থানার অন্তর্গত করিয়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নয়াবাড়ি কাশিনাথপুর হাফিজিয়া কওমিয়া মাদরাসা থেকে কুরআনুল কারিম হিফজ করেন। এরপর জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি মাদরাসায় ইবতিদায়ি থেকে দাওরা পর্যন্ত পড়ালেখা করেন এবং সেখানেই উলুমুল হাদিস বিভাগে উচ্চতর পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। তারপর তালিমুল হিকমাহ রায়েরবাগ ঢাকা থেকে ইফতা বিভাগে উচ্চতর পড়ালেখা সমাপ্ত করেন। বর্তমানে তিনি বাইতুত তাকওয়া জামে মসজিদের (ছোট পাইটা, ডেমরা, ঢাকা) ইমাম ও খতিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং জামিআ কারীমিয়া দারুল উলুম (বামৈল, ডেমরা, ঢাকা) মাদরাসায় কিতাব বিভাগে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দরস-তাদরিসের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। উস্তাদদের মনে রয়েছে তার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও মুহাব্বত। তিনি অত্যন্ত ধীশক্তির অধিকারী। শিক্ষাজীবনে মেধাতালিকায় সবসময়ই তিনি প্রথম সারিতে থাকতেন। সব বিষয়ে তিনি স্বচ্ছতা পছন্দ করেন। দায়িত্বের ক্ষেত্রে জবাবদিহি পছন্দ করেন। তাহকিকপূর্ণ লেখা লিখতে পছন্দ করেন। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাআলা তাকে এবং তার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন। আমিন।

মো. ইসমাইল হোসেন
পরিচালক, পথিক প্রকাশন

الْأَمْهَقِ ‘ধবধবে সাদাও ছিলেন না’-এর ব্যাখ্যা:

‘আল-আমহাক’ হলো ধবধবে সাদা, চুনের রঙের ন্যায়, যেটা দৃষ্টিকটু। দর্শনকারী কখনো কখনো এই বর্ণের ব্যক্তিকে কুষ্ঠরোগী মনে করে থাকে।[১২]

وَلَا بِالْآدَمِ ‘পিঙ্গল বর্ণেরও ছিলেন না।’-এর ব্যাখ্যা:

‘আল-উদমাতু’ হলো তাম্রবর্ণ। উদ্দেশ্য হলো—তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার অধিক তামাটে বর্ণেরও ছিলেন না; বরং তাঁর সাদার ভেতর লাল আভা শোভা পেত (অর্থাৎ লাবণ্যময়)। আরবরা এই বর্ণের লোকদের أسمر বলে।[১৩]

وَلَا بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ ‘তাঁর চুলগুলো অধিক কোঁকড়ানোও ছিল না’-এর ব্যাখ্যা

‘আল-জা’দু’ অর্থ এমন চুল, যাতে কুঞ্চন ও বক্রতা রয়েছে। ‘আল-কতাত’ অর্থ—অধিক কোঁকড়ানো।

وَلَا بِالسَّبْطِ‘ অধিক সোজাও ছিলে না।’-এর ব্যাখ্যা:

‘আস-সাবতু’ অর্থ-ছেড়ে রাখা সোজা চুল। উদ্দেশ্য হলো—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল মোবারক অধিক কোঁকড়ানো ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না; বরং উভয়ের মাঝামাঝি ছিল। আর মধ্যপন্থা উত্তম পন্থা।

হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘আল-জু’উদাতু ফিশ শাআর’ এমন চুল, যা ছড়ানো যায় না এবং ঝুলন্ত ছেড়ে রাখা যায় না। আর ‘আস-সবুতাতু’ হলো এর বিপরীত। তিনি এ দুটোর মাঝামাঝি উদ্দেশ্য নিয়েছেন।[১৪]

بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ سَنَةً ‘আল্লাহ তাআলা তাঁকে ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত দান করেছেন’-এর ব্যাখ্যা:

---

[১২] শরহুন নববি আলা সহিহিল মুসলিম: ১৫/১০০

[১৩] ফাতহুল বারি: ৬/৫৬৯

[১৪] ফাতহুল বারি: ৬/৫৭০

বরং পাকা চুলের সংখ্যা বিশের চেয়েও কম ছিল। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মাথার চুল ও দাড়িতে ১৪ টি পাকা চুল গণনা করেছি।'

ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ شَيْبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعَرَةً.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ২০টির মতো চুল পাকা ছিল।'[১৮]

**

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، حَسَنَ الْجِسْمِ، وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْطٍ أَسْمَرَ اللَّوْنِ، إِذَا مَشَى يَتَكَفَّأُ».

[০২] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম গড়নের ছিলেন; অধিক লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না। তিনি সুদর্শন দেহের অধিকারী ছিলেন। তাঁর চুলগুলো অধিক কোঁকড়ানোও ছিল না, কিংবা একেবারে সোজাও ছিল না। তিনি গৌরাঙ্গ (গোধূম রঙের) ছিলেন। চলার সময় তিনি সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন।'[১৯]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبْعَةً 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মধ্যম গড়নের ছিলেন।'-এর ব্যাখ্যা:

খাটো ও লম্বার মাঝামাঝি অবস্থাকে 'রবআতুন' বলে। এজন্য এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—অধিক লম্বাও ছিলেন না, আবার খাটোও ছিলেন না। এই বর্ণনা আর প্রথম বর্ণনার বিষয় একই।

---

[১৮] হাদিস: হাসান লি-গাইরিহি। মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বল: ৫৬৩৩।

[১৯] সুনানুত তিরমিজি: ১৭৫৪; সহিহুল বুখারি ও মুসলিমে এর মতো বর্ণনা রয়েছে— সহিহুল বুখারি: ৩৫৪৭; সহিহ মুসলিম: ২৩৪৭।

মাঝখান কিছুটা প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল উভয় কানের লতি পর্যন্ত ছিল। গায়ে লাল ডোরাকাটা জোড়া চাদর শোভা পাচ্ছিল। আমি কখনো তাঁর চেয়ে সুন্দর কোনোকিছু দেখিনি।'[২৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، لَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَمْ يَكُنْ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ.

'লাল ডোরাকাটা জোড়া চাদরে লম্বা কেশধারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চেয়ে অধিক সুন্দর আমি কাউকে দেখিনি। তাঁর চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল, উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল। তিনি অধিক লম্বাও ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না।'[৩০]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ 'উভয় কাঁধের মাঝখান কিছুটা প্রশস্ত ছিল।'-এর ব্যাখ্যা:

পিঠের উপরিভাগ প্রশস্ত ছিল। এর থেকে বুঝে আসে, সিনা মুবারকও প্রশস্ত ছিল। আর এটা আভিজাত্যের প্রতীক।[৩১]

অন্য নুসখায় بَعِيدَ তাসগিরের সিগাহ এসেছে।

বাজুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'তাসগিরের সিগাহ ইঙ্গিত করে যে, কিছুটা দূরত্ব ছিল। সুতরাং উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমিত অবস্থার বিপরীত ছিল না।'[৩২]

আলি কারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'আসকালানি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, বাহু ও কাঁধের হাড়ের সংযোগস্থলকে المنكب (মানকিব) বলে। এর অর্থ হলো, পিঠের উপরিভাগের প্রশস্ততা।'

নবিজির চুলের বর্ণনা পরে আসবে ইনশাআল্লাহ।[৩৩]

**

[২৯] সহিহুল বুখারি: ৩৫৫১; সহিহ মুসলিম: ২৩৩৭।
[৩০] সহিহ মুসলিম: ২৩৩৭।
[৩১] শরহুশ শামাইল, বাজুরি, পৃষ্ঠা: ৩২।
[৩২] শরহুশ শামাইল, বাজুরি, পৃষ্ঠা: ৩২।
[৩৩] জামউল ওসাইল ফি শরহিশ শামাইল: ১/১৭।

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، ضَخْمُ الرَّأْسِ، ضَخْمُ الْكَرَادِيسِ، طَوِيلُ الْمَسْرُبَةِ، إِذَا مَشَى تَكَفَّأَ تَكَفُّؤًا كَأَنَّمَا يَنْحَطُّ مِنْ صَبَبٍ، لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

[০৪] আলি ইবনু আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেঁটে ছিলেন না, কিংবা অধিক লম্বাও ছিলেন না। হাত-পায়ের তালু ও আঙুলসমূহ মাংসল ছিল। মাথা কিছুটা বড়ো ছিল। গ্রন্থিসমূহ মোটা ও মজবুত ছিল। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত পশমের একটি চিকন রেখা প্রলম্বিত ছিল। চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন। মনে হতো, তিনি কোনো উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর মতো কাউকে দেখিনি।'[৩৪]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

شَثْنُ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ 'হাত-পায়ের তালু ও আঙুলসমূহ মাংসল ছিল।'-এর ব্যাখ্যা:

ইবনুল আসির রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাত-পায়ের তালু ও আঙুলসমূহ মোটা এবং পরিমিত লম্বা ছিল। কেউ বলেছেন, আঙুলগুলোর অগ্রভাগ মোটা ছিল এবং আঙুলগুলো ছোটো ছিল না; এরকম হওয়া পুরুষের ক্ষেত্রে প্রশংসনীয়। কেননা এটা কোনোকিছু ধরার জন্য অধিক উপযোগী। তবে এটা মহিলাদের ক্ষেত্রে নিন্দনীয়।'[৩৫]

ইবনু হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন—شَثْنُ (সাছনুন) অর্থাৎ তালু ও আঙুলগুলো পুরু হওয়া।'

কাজি ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, পুরু হওয়া, ছোটো হওয়া। এখানে অমসৃণ হওয়ার কোনো সংযুক্তি নেই।'[৩৬]

---

[৩৪] সুনানুত তিরমিজি: ৩৬৩৭।
[৩৫] আন-নিহায়া: ২/৪৪৪।
[৩৬] ফাতহুল বারি: ১০/৩৫৯।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ، فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ».

[০৬] জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পূর্ণিমা রাতে লাল ডোরাকাটা জোড়া কাপড়ে দেখতে পেলাম। আমি তাঁর দিকে ও চাঁদের দিকে বারবার দেখছিলাম, আমার নয়নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর ছিলেন।'[৪৪]

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ 'পূর্ণিমা রাতে'-এর ব্যাখ্যা:

আলোকময়, উজ্জ্বল, পূর্ণিমা রাত।

আল্লামা জমখশারি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'এমন রাত, যার শুরু এবং শেষ জ্যোৎস্নাময় হয়।'[৪৫]

فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِ অর্থাৎ, আমি একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দিকে তাকাচ্ছিলাম, আরেকবার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছিলাম প্রাধান্য দেওয়ার জন্য, কে বেশি সুন্দর?

বাজুরি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, 'উদ্দেশ্য হলো—গভীরভাবে লক্ষ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অধিক সৌন্দর্য প্রকাশ পাওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করা।'[৪৬]

فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ 'আমার নয়নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর ছিলেন।' অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের আধিক্য বর্ণনা করা।

---

[৪৪] সুনানুত তিরমিজি: ২৮১১; আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৭৩৮৩।

[৪৫] আল-ফাইক ফি গরিবিল হাদিস: ২/১০০।

[৪৬] শরহুশ শামাইল, পৃষ্ঠা: ৭০।